ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪২৭

আগরতলা ,৭ মে, ২০২৬

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের সাফল্য

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানিয়া মহাকুমার জয়নগরের বাসিন্দা নিবাস দাস (৪৬ বছর) পেশায় রড মিস্ত্রি, গত ১৬ জানুয়ারি উঁচু মাটির টিলা থেকে পড়ে গিয়ে ডান পায়ের হাঁটুতে চোঁট পান এবং হাঁটুর উপরের অংশ ভেঙ্গে যায়, মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়। ১৬ জানুয়ারি তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুপুর ১২:৪৬ মিনিটে। তারপর ঐ দিনই উনাকে ট্রমা থেকে অর্থোপেডিক্স বিভাগে রেফার করা হয়। ১৭ জানুয়ারি উনার ডান পায়ে স্টিলের এক্সটার্নাল ফিক্সেটর লাগানো হয় অস্থায়ীভাবে। কারণ উনার পা ভেঙ্গে হাড় বেরিয়ে গিয়েছিল, মাল্টিপল ফেকচার হয়েছিল। তারপর ১১ ফেব্রুয়ারী স্থায়ীভাবে উনার ডান পায়ের অস্ত্রোপচার করা হয় এবং কৃত্রিম অস্থি বসানো হয়। এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় সকাল ১০টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। এই অস্ত্রোপচারের পর উনার কিডনির সমস্যা হয়েছিল তখন উনাকে নেফ্রলজি বিভাগে চিকিৎসা করানো হয় এবং তারপর সুস্থ হয়ে উঠেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী উনাকে জিবিপি হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়। ৮ই মার্চ নিবাস বাবু জিবিপিতে ফলোআপে আসেন। ডাঃ স্বরজিৎ দেববর্মা দেখেন যে উনার পা সুস্থ হয়েছে, নতুন অস্থি হয়ে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগা শুরু হয়েছে, কোন ইনফেকশন নেই। এ ধরনের অস্ত্রোপচার খুবই বিরল এবং জটিল। এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠতে বসতে পারেন।

এই অস্ত্রোপচারে অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ স্বরজিৎ দেববর্মার সাথে ছিলেন ডাঃ সন্তোষ রিয়াং, ডাঃ পুলক সাহা, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ। অ্যানেস্থেসিষ্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সানি দেবনাথ ও অরূপ চৌধুরী। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উক্ত সফল অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে উনার পরিবার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****